

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল

বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষালয়

২০১৫-২০১৯

জাতীয় শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজে টানা পাঁচ বছর প্রথম

২০১৬-২০১৮

হ্যান্ডবলে টানা তিন বার জাতীয় স্কুল চ্যাম্পিয়ন

২০১৭-২০১৮

ক্রীড়ানৈপুণ্যে পর পর দুই বার দেশসেরা স্কুল

২০১৮

বুয়েট মেডিকেল ঢাবি ও চবিত্তে ভর্তি ২৭ জন



মেডিটেশন ওদের আনন্দ ।
সুযোগ পেলেই ওরা
পাহাড়ে পাথরের ওপর
ধ্যানে বসে পড়ে ।



মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৮-র যন্ত্রসঙ্গীত (কী-বোর্ড) চ্যাম্পিয়ন চতুর্থ শ্রেণির কোয়ান্টা অর্কন চাকমা (রাষ্ট্রপতির বাঁয়ে দ্বিতীয়)



জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার টেবিল টেনিস (দ্বৈত) টানা চার বছর চ্যাম্পিয়ন (২০১৬-২০১৯)।



জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হ্যান্ডবল ইভেন্টে পর পর তিন বার চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল হ্যান্ডবল টিম

প্রতিটি
শিশুই
পারে

প্রতিটি শিশুরই রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই সে বিকশিত হয়। কোয়ান্টাম ওদেরকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস, উদ্যম আর মেহনত করে প্রথম হওয়ার অদম্য স্পৃহা। এখন শুধু দেশেই সীমিত নয়, অবহেলিত বঞ্চিত এ শিশুদের সাফল্য ওদের নিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও।



(২০১৭) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দ্বাদশ এসএ গেমস খো খো-তে রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশ দল, যে দলের ১২ জনের ৯ জনই কসমো স্কুলের



বাংলাদেশ জাতীয় খো খো দলের ৯ জনই কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কোয়ান্টা



মাননীয় মন্ত্রী রাশেদ খান মেননের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে ২০১৪-১৫ স্বাধীনতা কাপ খো খো টুর্নামেন্টে পর পর দুবছর অপারাজিত চ্যাম্পিয়ন কসমো স্কুল



বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মুক্ত সবাই

শুরুরটা শূন্য থেকে। ১৮ বছর আগে কেউ চিনত না ওদের।
অবজ্ঞা আর অবহেলাই ছিল ওদের নিয়তি। সেই শিশুরাই
প্রথমবারের মতো ২০১৫ সালে ঢাকায় স্বাধীনতা দিবসে
জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে প্যারেড ও ব্যান্ডে বিমোহিত
করল হাজার হাজার দর্শককে।

২০১৫ থেকে ২০১৯—টানা পাঁচ বছর প্যারেডে ওরাই প্রথম।
মুক্ত হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।



মার্চিং ব্যান্ড, ২০১৮

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল



প্রথম ৭ শিশুর ৬ জন

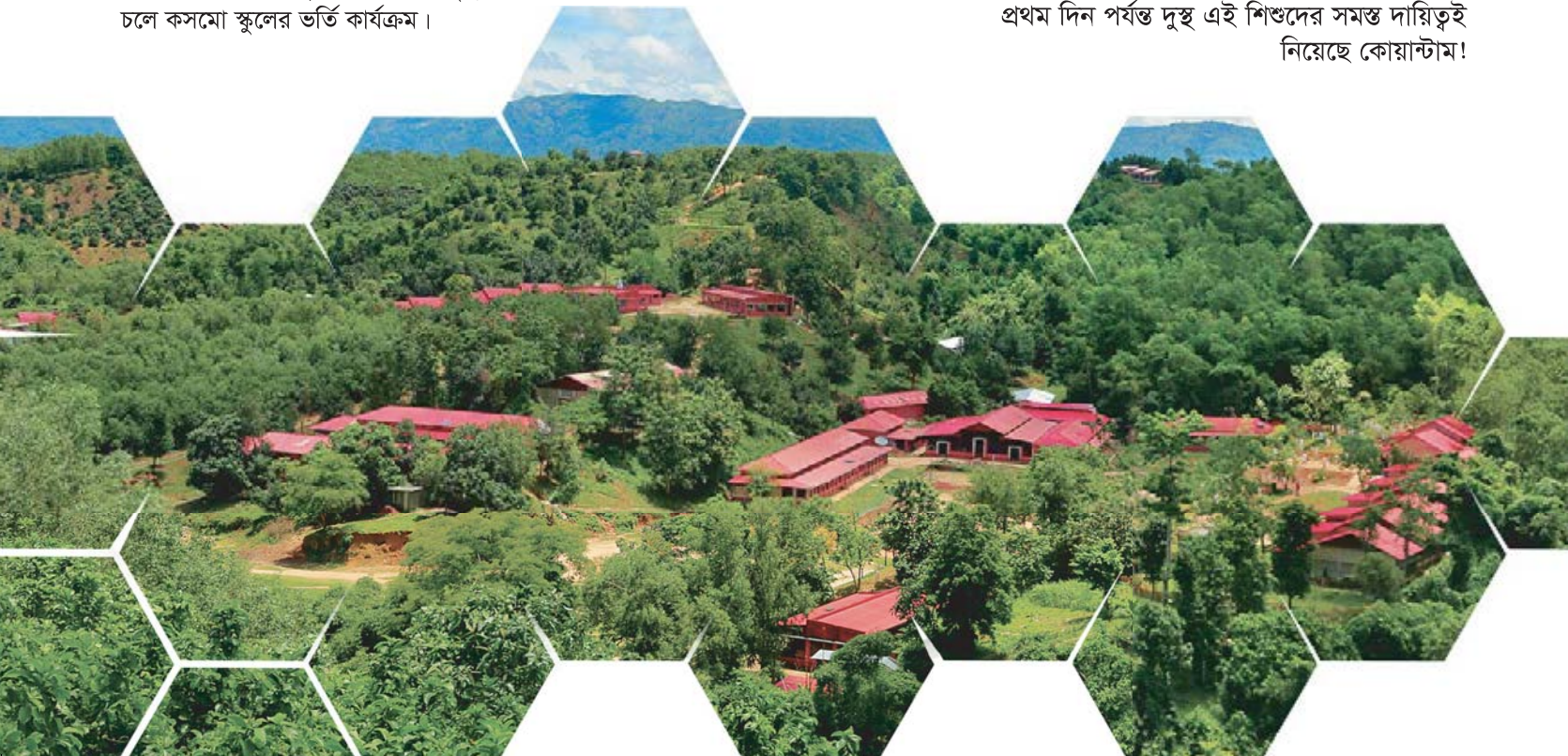


ভর্তি প্রক্রিয়া

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল একটি দাতব্য শিক্ষালয়। শুধু সুবিধাবঞ্চিত শিশুরাই এখানে ভর্তি হতে পারে। অবহেলিত বিভিন্ন জনপদ থেকে প্রতি বছর ২০০ নতুন শিক্ষার্থীকে নেয়া হয় এ আবাসিক স্কুলে। সারাদেশের দুস্থ, বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে যাতে শিশুরা এখানে আসতে পারে, সেজন্যে বছরজুড়েই চলে কসমো স্কুলের ভর্তি কার্যক্রম।

৭ জন
থেকে
২২০০!

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ। বান্দরবান লামার সরই ইউনিয়নের এক দুর্গম এলাকায় মাত্র ৭টি শিশুকে নিয়ে ২০০১ সালে শুরু হয় এ স্কুলটি বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের ঘরে। এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২০০। বাঙালি-পাহাড়ি মিলিয়ে ২২ জাতিগোষ্ঠীর ২২ শতাধিক শিশু-কিশোরের থাকা খাওয়া পড়াশোনা ও চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয় এখানেই, কোয়ান্টামের নিজস্ব অর্থায়নে! স্কুলের প্রথম দিন থেকে ক্যারিয়ারের প্রথম দিন পর্যন্ত দুস্থ এই শিশুদের সমস্ত দায়িত্বই নিয়েছে কোয়ান্টাম!



বুয়েট মেডিকেল ঢাবি ও চবিতে ভর্তি ২৭ জন

২০১৮



হবিগঞ্জ
মেডিকেল
কলেজ

চুয়েট

জামালপুর
মেডিকেল
কলেজ

পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে
কসমো স্কুলের পাশের হার ১০০%।
২০১১ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ কোয়ান্টারা
উচ্চশিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে
যেতে শুরু করে।
২০১৮ পর্যন্ত এদের প্রায় সবাই (৬১ জন)
মেধা তালিকায় স্থান নিয়ে সুযোগ পেয়েছে
সরকারি মেডিকেল কলেজসহ চুয়েট বুয়েট
এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
২০১৮ সালে কসমো কলেজ থেকে
১০ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
১২ জন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১ জন বুয়েটে,
১ জন চুয়েটে এবং ৩ জন ভর্তি হয় হবিগঞ্জ,
জামালপুর ও রংপুর মেডিকেল কলেজে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৫ সালে পাঁচ বছরের উসেন ওয়েন
ছিল আর দশটি শিশুর মতোই সাধারণ!
ক্রমে এ স্কুল তাকে পরিণত করে
প্রতিভাধর এক কিশোরে। ডিসপ্লে,
হারমোনিয়াম, হাতের লেখা থেকে শুরু
করে ট্যালেন্টপুলে
বৃত্তি-সবকিছুতেই উসেন
সেরা। আর ২০১৮-তে
উসেন ভর্তি হয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।



উসেন



বুয়েট

শৈক্য চিং মার্মা। বান্দরবানের প্রত্যন্ত এলাকা রুমার
এক জুমচাঘীর ছেলে। চিকিৎসার অভাবে কিশোর
বয়সেই বড় ভাই ও বড় বোনের মৃত্যুর পর পাঁচ
বছরের শৈক্যকে তার বাবাই দিয়ে যান এ স্কুলে।
১২ বছর পর কসমো কলেজ থেকে এইচএসসি
সম্পন্ন করে ২০১৮ সালে শৈক্য মেধাতালিকায়
স্থান নিয়ে ভর্তি হয় বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স
এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।



শৈক্য চিং

রংপুর মেডিকেল কলেজ

কামরুল ইসলাম। নদীভাঙনে সর্বহারা এক
ভাগ্যান্বেষী পরিবারের শিশু। পাঁচ বছর বয়সে
এখানে আসে ও। মেধাবী শিক্ষার্থী, দক্ষ
আরচ্যার, পুরস্কার পাওয়া একজন আবৃত্তিকার
কামরুল। কলেজে পড়ার সময়
'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' প্রতিযোগিতায়
'শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী' নির্বাচিত হয়।
২০১৮ সালে কামরুল
ভর্তি হয় রংপুর
মেডিকেল কলেজের
ডেন্টাল ইউনিটে।



কামরুল

কোয়



যত্নায়ন

প্রতি ৫ কোয়ান্টা কর্মী



বছরজুড়ে কসমো স্কুলের এ ক্যাম্পাসটাই ওদের ঘরবাড়ি। পরিবারে একটি সন্তান যেভাবে লালিত হয়, যে মমতা-যত্ন পায়, কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্যে কোয়ান্টামের প্রয়াস তার কম নয়, বরং বেশিই!

খাবার পরিবেশন থেকে শুরু করে গোসল করানো, চুল-নখ কাটা, কাপড় পরানো, কাপড় ধোয়া—কসমো স্কুলের এক বিশাল কর্মীদল নিবেদিত এসব যত্নায়ন কার্যক্রমে। গড়ে প্রতি পাঁচ কোয়ান্টার জন্যে কর্মী আছে একজন!

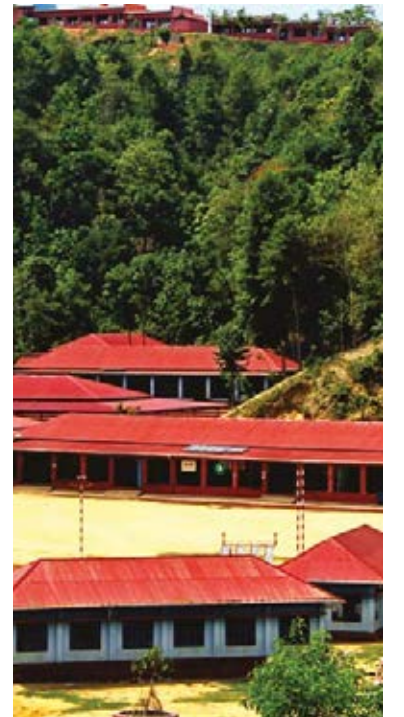


আবাসন লাগোয়া বাথরুমে একসাথে ১০৪ জনের গোসলের ব্যবস্থা আছে



দুই সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর জন্যে কসমো স্কুলে এখন মোট ছয়টি আবাসিক ক্যাম্পাস। প্রাইমারি, হাইস্কুল ও কলেজ গ্রুপের ছাত্রদের জন্যে আলাদা আবাসন ছাড়াও ছাত্রীদের জন্যে আছে দুটি আবাসন। ক্লাস, একাডেমিক ভবন, স্পোর্টস ভবন ছাড়াও আছে নেয়ামাতান, রান্নাঘর, ভাণ্ডারান, লিবাসান।

৬টি আবাসিক ক্যাম্পাস!



প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ওরা পাহাড়ে দৌড়ায়

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

একসময় ওরা ছিল সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র আর অপুষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশ। আর এখন সবাই কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের চেনে অসাধারণ শারীরিক সামর্থ্য আর প্রশংসনীয় ক্রীড়া দক্ষতার জন্যে।

পুষ্টি আর স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম প্রথম থেকেই আপসহীন। রয়েছে সুনির্দিষ্ট খাদ্যতালিকা। ভাত খিচুড়ি ডিম ডাল সবজি ছাড়াও সপ্তাহের একাধিক দিন রয়েছে মাছ ও মাংস। আছে আলু বাদাম ছোলা আর হরেক রকম মৌসুমি ফল। আর প্রতিদিন ওরা খায় সয়াদুধ ও বেকারি-খাবার।

কোয়ান্টাদের জন্যে নিয়মিত পুষ্টির জোগান নিশ্চিত করার জন্যে লেয়ার ও ব্রয়লার ফার্ম, মাছের খামার, ফলের বাগান, সয়াদুধ ও বেকারির ফ্যাক্টরি আছে কোয়ান্টামে।

ওরা অসুস্থ হয় খুবই কম!

সুঘম খাবার ও নিবিড় যত্নের ফলে কসমো স্কুলের শিশুদের অসুস্থ হওয়ার হার খুবই কম। তবে ২২০০ শিশুর আবাসিক এই স্কুলে জরুরি যে-কোনো স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্যে স্থাপন করা হয়েছে কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র ‘শাফিয়ান’, যেখানে প্রতি সপ্তাহে হয় নিয়মিত মেডিকেল চেকআপ। এছাড়া প্রতিটি আবাসনে আছে কয়েকজন করে সুস্বাস্থ্যায়ন কর্মী—যাদের কাজ হলো প্রতিদিন কোয়ান্টাদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখা।

নিয়মমতো নিমপাতা খায় কোয়ান্টারা।
ফলে মুক্ত থাকে অনেক অসুখবিসুখ থেকে



নবনির্মিত ৬,৬০০ বর্গফুটের বাস্কেটবল গ্রাউন্ড

আন্তর্জাতিক মানের জিমন্যাস্টিকস
অনুশীলনের জন্যে নির্মায়মাণ
জিমনেসিয়াম



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সেরা খেলোয়াড়ের কাপ নিচ্ছে অ্যাথলেট কোয়ান্টা তুষার



ক্রীড়ানৈপুণ্যের ভিত্তিতে ‘দেশসেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০১৭’-এর স্বীকৃতি



২০১৮-তে প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার হ্যান্ডবল লীগে অংশ নিয়েই
চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টাম



সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস ২০১৮
ব্রোঞ্জপদক পায় কসমো স্কুলের
পঞ্চম শ্রেণির এক কোয়ান্টা

২০১৭ এবং ২০১৮ ক্রীড়ানৈপুণ্যে পর পর দু’বার দেশসেরা

- ২০১৮ প্রিমিয়ার হ্যান্ডবল লীগে
প্রথমবার এসেই চ্যাম্পিয়ন
- ২০১৬-১৮ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া
প্রতিযোগিতায় হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন
- ২০১৭-১৮ জাতীয় যুব হ্যান্ডবলে অপরাজিত
চ্যাম্পিয়ন
- ২০১৬ এসএ গেমস ও আইএইচএফ
ট্রফিতে খেলার জন্যে বাংলাদেশ
জাতীয় দলের তিন জন
খেলোয়াড়কে নেয়া হয়
কসমো স্কুল থেকে
- ২০১৫ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া
প্রতিযোগিতায় রানার আপ
- ২০১৪ প্রথম বিভাগ হ্যান্ডবল লীগে
অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন
- ২০১৩-১৪ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া
প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন



হ্যান্ডবল

- ২০১৭-১৮ বিজয় দিবস খো খো-তে
অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন
- ২০১৬ জাতীয় দলের ১২ খেলোয়াড়ের
৯ জনই কসমো স্কুলের।
এসএ গেমস,
এশিয়ান খো খো ও আন্তর্জাতিক
খো খো-তে রৌপ্য
- ২০১৪-১৫ স্বাধীনতা কাপ খো খো-তে
অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন
- ২০১৩ বাংলাদেশ গেমসে রৌপ্য
- ২০১২ ৫ম জাতীয় খো খো
প্রতিযোগিতায় রানার আপ
- ২০০৯ ১ম জাতীয় খো খো
প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন



খো খো

- ২০১৮ ২য় যুব আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপে
একক ইভেন্টে স্বর্ণ
- ২০১৮ ন্যাশনাল র্যাংকিং স্টেজ-২ তে
সেরা দশে তিন কোয়ান্টার অন্তর্ভুক্তি
- ২০১৭ ৯ম জাতীয় আরচারি
চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্য
- ২০১৫ ২য় ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপে
স্বর্ণ ও রৌপ্য
- ২০১৫ ১ম জাতীয় যুব আরচারিতে স্বর্ণ
রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ
- ২০১৪ বিজয় দিবস উন্মুক্ত আরচারিতে
সেনাবাহিনী আরচারকে পরাজিত
করে রৌপ্য
- ২০১৪ ১ম ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপে
সেনাবাহিনী দলকে হারিয়ে ৪ পদক
- ২০১৩ বিশ্ব যুব অলিম্পিকের প্রি-কোয়ার্টার
ফাইনালে উন্নীত হয় কসমো স্কুলেরই
এক কোয়ান্টা



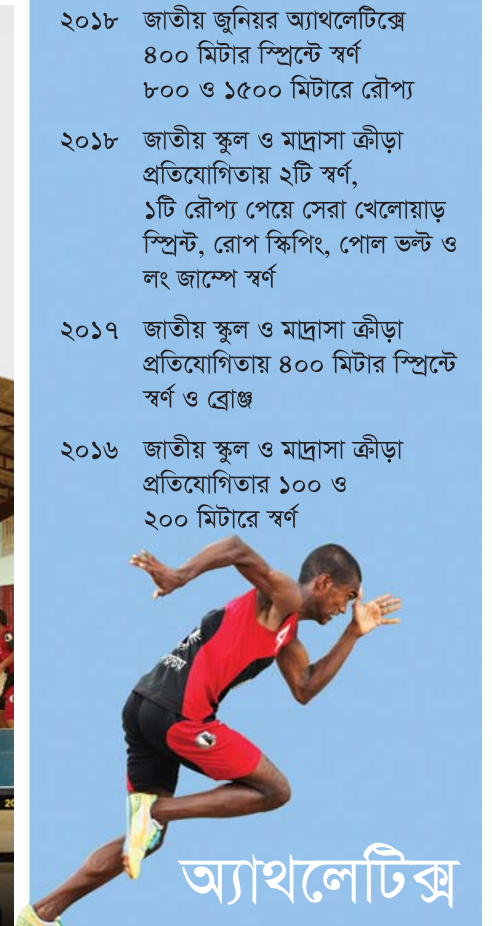
আরচারি



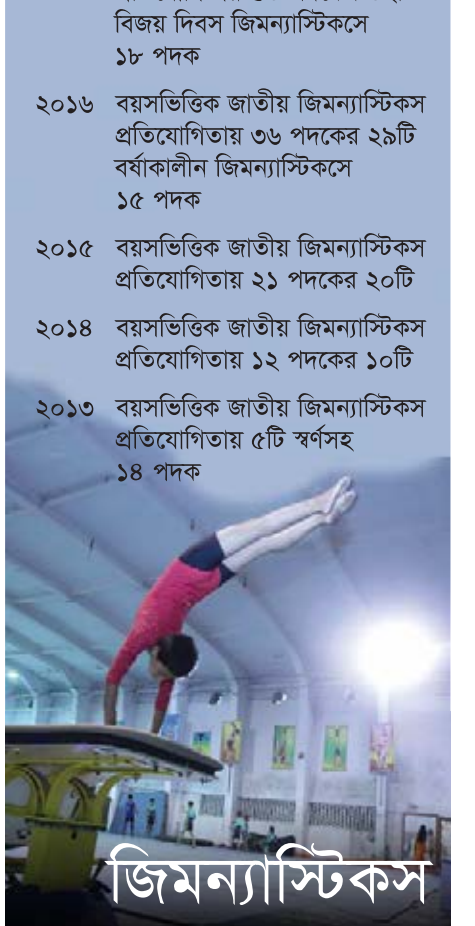
কাবাডি



টেবিল টেনিস



অ্যাথলেটিক্স



জিমন্যাস্টিকস

- ২০১৯ জাতীয় জুনিয়র, সিনিয়র ও
বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকসে
মোট ১৮ পদক
- ২০১৮ সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকসে
ব্রোঞ্জ
- ২০১৭ বয়সভিত্তিক জাতীয় জিমন্যাস্টিকস
প্রতিযোগিতায় ৫৩ পদকের ৩২টি
বিজয় দিবস জিমন্যাস্টিকসে
১৮ পদক
- ২০১৬ বয়সভিত্তিক জাতীয় জিমন্যাস্টিকস
প্রতিযোগিতায় ৩৬ পদকের ২৯টি
বর্ষাকালীন জিমন্যাস্টিকসে
১৫ পদক
- ২০১৫ বয়সভিত্তিক জাতীয় জিমন্যাস্টিকস
প্রতিযোগিতায় ২১ পদকের ২০টি
- ২০১৪ বয়সভিত্তিক জাতীয় জিমন্যাস্টিকস
প্রতিযোগিতায় ১২ পদকের ১০টি
- ২০১৩ বয়সভিত্তিক জাতীয় জিমন্যাস্টিকস
প্রতিযোগিতায় ৫টি স্বর্ণসহ
১৪ পদক

- ২০১৯ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া
প্রতিযোগিতায় মোট ৭টি স্বর্ণ,
৪টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ
- ২০১৮ জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে
৪০০ মিটার স্প্রিন্টে স্বর্ণ
৮০০ ও ১৫০০ মিটারে রৌপ্য
- ২০১৮ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া
প্রতিযোগিতায় ২টি স্বর্ণ,
১টি রৌপ্য পেয়ে সেরা খেলোয়াড়
স্প্রিন্ট, রোপ স্কিপিং, পোল ভল্ট ও
লং জাম্পে স্বর্ণ
- ২০১৭ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া
প্রতিযোগিতায় ৪০০ মিটার স্প্রিন্টে
স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ
- ২০১৬ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া
প্রতিযোগিতার ১০০ ও
২০০ মিটারে স্বর্ণ

- ২০১৯
- ২০১৮
- ২০১৭
- ২০১৬

জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া
প্রতিযোগিতা দ্বৈত চ্যাম্পিয়ন

- ২০১৭ কাবাডি প্রতিযোগিতায়
অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন
- ২০১৬ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা
ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়
অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন



মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে
লেখাপড়ার পাশাপাশি কোয়ান্টারা
নানা ধরনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত।
মেধাসৃজন নামের এসব সহপাঠ
কার্যক্রমে কসমো স্কুলের শতভাগ
শিক্ষার্থীই অংশ নিয়ে থাকে। এ
কার্যক্রমে আছে ২৭টিরও বেশি
ইভেন্ট। ২০১৮ সালের জাতীয়
শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার
যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগে প্রথম পুরস্কার
পায় কসমো স্কুলেরই চতুর্থ শ্রেণি
পড়ুয়া এক স্কুদে কী-বোর্ড বাদক।

২৭টিরও বেশি মেধাসৃজন কার্যক্রম

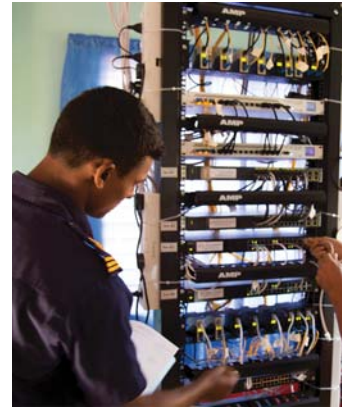


১০০%
শিক্ষার্থীই
যুক্ত



প্রযুক্তিদক্ষ

দক্ষ ও জ্ঞানী জনশক্তি
হিসেবেও যাতে ওরা
নিজেদেরকে গড়ে তুলতে
পারে, সেজন্যে কম্পিউটার
প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান গবেষণা
এবং বই পড়া কার্যক্রমের
বিস্তৃত আয়োজন রয়েছে এ
স্কুলে। প্রত্যন্ত এলাকার
একটি স্কুল হলেও ৬০টির
বেশি কম্পিউটার নিয়ে
এখানে আছে একাধিক
কম্পিউটার ল্যাব।
আছে সায়েন্স ল্যাব ও
সায়েন্স ক্লাব।



কড়া সাওতাল
মুণ্ডা ওড়াও
পাংখোয়া
ওড়াও বড়ুয়া
ত্রিপুরা চাকমা
পাংখোয়া ত্রিপুরা
চাকমা তেলেগু
চাকমা ওড়াও
মুণ্ডা কড়া বড়ুয়া
পাংখোয়া মুণ্ডা
চাকমা সাওতাল
ত্রিপুরা কড়া



রাখাইন
হাজং মামা
খিও মুরং
লুসাই রাখাইন
মুরং গারো
খিয়াং মামা
তঞ্চঙ্গ্যা লুসাই
খুমি হাজং
রাখাইন গারো
মামা খুমি
বম গারো মুরং
খিও খিয়াং লুসাই
বম

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল সব ধর্মের সব মানুষের

সম্ভবত বাংলাদেশের একমাত্র
স্কুল—যেখানে বাঙালি সহ
২২ জাতিগোষ্ঠীর ২২০০ শিশু
একসাথে বেড়ে উঠছে
নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও
ধর্মচর্চার পুরো সুযোগ নিয়ে।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন থেকে
প্রকাশিত চার প্রধান ধর্মের
মর্মবাণী নিয়ে কণিকা

নেই কোনো ড্রাগ ও ভার্চুয়াল আসক্তি!

এইচএসসি সম্পন্ন করার আগে
মোবাইল ফোন ব্যবহারের
অনুমতি নেই এখানে।
ড্রাগ বা মাদকাসক্তি
থেকেও পুরোপুরি
মুক্ত এ প্রতিষ্ঠান।

সাফল্যের রহস্য মেডিটেশন

প্রতিদিন মেডিটেশন করে
এ স্কুলের শিক্ষার্থীরা। ফলে
সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে
তারা বেশি মনোযোগী,
স্মৃতিশক্তির অধিকারী
এবং সুস্বস্থ।



ক্লাসে ১ম জীবনে ১ম

ওরা শুধু ক্লাসে প্রথম নয়, পাচ্ছে জীবনেও
প্রথম হওয়ার শিক্ষা। এজন্যেই লাইফ স্কিল
সায়েন্স ক্লাস। একদিকে দক্ষতা-যোগ্যতা,
অন্যদিকে সততা, মানবিকতা ও নৈতিকতায়
উজ্জীবিত একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার
লক্ষ্যে এ ক্লাসগুলোতে থাকে আলোচনা,
মেডিটেশন, কাউন্সেলিং ও পাঠ অনুশীলন।



নাদিরা

মাত্র ১৯ দিন বয়সে এসেছিল মেয়েটি। আজ সে কিশোরী। পিসি-তে এ প্লাস পেয়েছে। একই ক্লাসে বৃত্তিও পেয়েছে। ব্যাডমিন্টন আর হ্যান্ডবল খেলে দুর্দান্ত। ব্যাডমিন্টনে জেলা পর্যায়ে একক ও দ্বৈতে প্রথম হয়েছে। কসমো স্কুল বালিকা হ্যান্ডবল টিমেরও চৌকস খেলোয়াড় নাদিরা।



তিনী

বাবা মৃত। দুটি ছোট বোন। তিনী যখন শিশুসদনে আসে, তখন ওর বয়স সাত বছর। অল্প সময়েই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। পড়াশোনায় মনোযোগী। পিসি-তে এ প্লাস পেয়েছে। কসমো স্কুলের বালিকা হ্যান্ডবল টিমের সেরা খেলোয়াড়দের একজন। উচ্চতায় কম হয়েও যে চৌকস হ্যান্ডবল খেলোয়াড় হওয়া যায়, তিনী তার প্রমাণ। প্রতিযোগিতায় তিনী মানেই প্রতিপক্ষের গোলপোস্টে গোলের বন্যা!

হুখিং মার্মা

কসমো স্কুলের ক্ষুদ্রে জিমন্যাস্ট হুখিং। জিমন্যাস্টিকসে ওর বয়সীদের ক্যাটাগরিতে ফ্লোর, ভলিটং টেবিল আর ব্যালেন্স বিমে স্বর্ণ, রৌপ্য আর ব্রোঞ্জ তার বাঁধা। পৃথিবীর সেরা জিমন্যাস্ট হবে—এটাই হুখিংয়ের মনছবি।



বালিকা হ্যান্ডবলে প্রথমবারেই আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের বালিকা হ্যান্ডবল টিম গঠিত হয় ২০১৬ সালে, শিশুসদনের ২৩ জন বালিকা কোয়ান্টাকে নিয়ে। চলতে থাকে তাদের নিয়মিত অনুশীলন। ২০১৮ সালে তারা প্রথম অংশ নেয় জাতীয় কোনো প্রতিযোগিতায়। ৪৭ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় বিপুল ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে তারা উন্নীত হয় জাতীয় পর্যায়ে।

বঞ্চিত জনপদের বঞ্চিততম জনগোষ্ঠী হলো কন্যাশিশু। লেখাপড়া দূরে থাক, দুবেলা পেটপুরে খেতেও পায় না ওরা অধিকাংশ সময়। নানারকম দুর্দশা-অসহায়ত্বই হয় নিয়তি। ২০০৪ সালে এই মেয়েশিশুদের জন্যেই গড়ে তোলা হয় কোয়ান্টাম শিশুসদন। এখন ৩২৬টি মেয়েশিশু আছে এখানে, যারা বেড়ে উঠছে আমাদেরই সন্তান হয়ে।



বঞ্চিত মেয়েশিশুদের আশ্রয়



জুঁই

প্রতিবন্ধী বাবা আর স্বল্প উপার্জনক্ষম মা। এমনই পরিবারের সন্তান জুঁই। সাত বছর বয়সে জুঁই এ স্কুলে আসে। আজ সে একজন মেধাবী ছাত্রী শুধু নয়; চৌকস প্যারেড কমান্ডার, দক্ষ একজন হ্যান্ডবল খেলোয়াড়।



রেশমী সাঁওতাল

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মা-কে হারিয়েছে খাগড়াছড়ির মেয়ে রেশমী সাঁওতাল। মাতৃহীন মেয়েটিকে শিশুসদনে রেখে যান বাবা। সূচনা ও শিশু শ্রেণির ধাপগুলো পেরিয়ে ইতোমধ্যেই রেশমী পিইসি-তে জিপিএ-৫ এবং ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সেইসাথে সে হাই জাম্প, লং জাম্প, হ্যান্ডবল ও বাল্কেটবল খেলোয়াড়।



ম্যাচিং শৈ চাক

মা-বাবার মৃত্যুর পর পাঁচ বছর বয়সী ম্যাচিংকে শিশুসদনে রেখে যান তার চাচা। নাইক্ষ্যংছড়ির চাক জনগোষ্ঠী থেকে আসা শিশুটির মেধার বিকাশ ঘটতে থাকে ধীরে ধীরে। কসমো স্কুলের প্রতিভাদীপ্ত জুডো খেলোয়াড়দের একজন এখন ম্যাচিং শৈ। ২০১৮ সালে বয়সভিত্তিক জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় খেলার জন্যে বাছাই হয়। ম্যাচিং শৈ এ বছর পিইসি পরীক্ষা দিয়েছে।



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান (২০১৭) ও ঢাকা দক্ষিণের মাননীয় মেয়র সাঈদ খোকন কোয়ান্টাম সফরকালে (২০১৬) শিশুসদনে মেয়েদের সাথে

নাফিসা

যমজ বোনের সঙ্গে রাজশাহী শিশুসদনে নাফিসা যখন আসে, তখন ওর বয়স ছিল মাত্র ১৫ দিন। এখন সে ১৪ বছরের এক মিষ্টি কিশোরী। পড়াশোনায় মেধাবী, পিইসি-তে জিপিএ-৫ পেয়েছে। খেলাধুলায়ও ভালো। কসমো স্কুলের উদীয়মান ফেন্সিং খেলোয়াড়দের একজন নাফিসা। ২০১৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা কাপ ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় হয় নাফিসা।



রেশমী তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে মেয়েদের ভূমিকা শুধু সংসারেই সীমিত-স্বামী সন্তান ঘরকন্না! ওদিকে পিতার সম্পত্তিতে মেয়ের কোনো অধিকার নেই। এমনই এক সমাজ থেকে উঠে আসা শিশু রেশমী। মায়ের মৃত্যুর পর সে শিশুসদনে আসে। আজ রেশমী পিইসি-তে বৃত্তি পেয়েছে। কসমো স্কুলের স্কুদে টেবিল টেনিস প্রতিভা।



শিশুদের পরিবর্তন দেখে আপ্ত অভিবাবকরা



সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুরাই আসে এ স্কুলে। কারো বাবা নেই। কারো মা নেই। কারো মা-বাবা কেউই নেই। দারিদ্র্যক্রিষ্ট পরিজনেরা তখন অনন্যোপায় হয়ে তাদেরকে দিয়ে গেছে এ স্কুলে। আর যে জনপদ থেকে ওরা এসেছে, তা সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত। জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও সে-সব স্থানে নেই।

বার্ষিক অভিভাবক পুনর্মিলনীতে পরিজনেরা যখন আসেন ওদের নিতে, তখন নিজেদের মেধাবী, চৌকস ও পরিশীলিত সন্তানদের দেখে তারা মুগ্ধ হন। সন্তানের মেডেল গলায় পরে বা ট্রফি হাতে নিয়ে আবেগাপ্ত হন। রত্নগর্ভা মা আর গর্বিত অভিভাবকদের সংবর্ধনাও দেয় কোয়ান্টাম। ‘অভিভাবক একাত্মায়ন’ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যই হলো—কোয়ান্টামের ইতিবাচকতায় অভিভাবকদেরও উজ্জীবিত করা।



কসমো স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্র সুমথং। এ স্কুলেই ১২ বছর পড়াশোনার পর সে ভর্তি হয় খুলনা মেডিকেল কলেজে। আজ সে এমবিবিএস ডাক্তার। সরইয়ের মুরং জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুমথংই প্রথম কোনো এমবিবিএস চিকিৎসক।



ডা. সুমথং

প্রথম ব্যাচের
একজন ছাত্র
ডাক্তার
অন্যজন
ইঞ্জিনিয়ার



ইঞ্জিনিয়ার থংইয়া

প্রথম ব্যাচের তিন ছাত্রের আরেকজন থংইয়া। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্যপ্রযুক্তিতে স্নাতক সম্পন্ন করা থংইয়া এসেছিল লামার এক সাধারণ মুরং পরিবার থেকে।

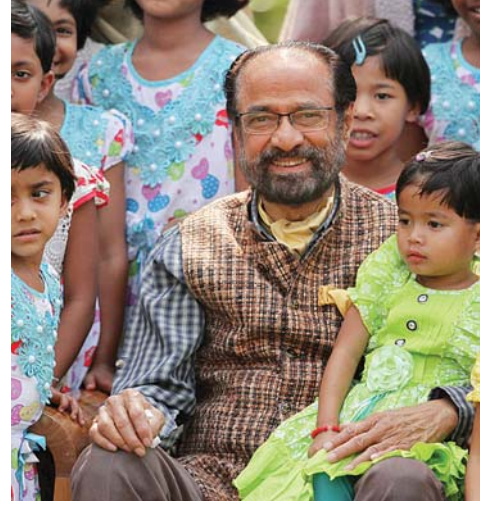




অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ



জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান



ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম



জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

দেশবরেণ্য গুণীজনদের সান্নিধ্যে

দেশের নানা অঙ্গনের কৃতি ও সফল মানুষেরা
বিভিন্ন সময়ে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল পরিদর্শন
করেছেন। দেশবরেণ্য জাতীয় ব্যক্তিত্বদের
সান্নিধ্যে কোয়ান্টাদের করেছে অনুপ্রাণিত ও
উদ্বুদ্ধ। তাদের দোয়া ও শুভাশীষ নিয়ে
আলোকিত স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে
কোয়ান্টারা



কবি ও লেখক সৈয়দ শামসুল হক



সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী



জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিক



জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান



লেখক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ



বিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলী



সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা জামান আব্বাসী



আপনিও এগিয়ে আসুন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের লক্ষাধিক সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর স্বেচ্ছাদানে পরিচালিত হচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম। বঞ্চিত শিশুরা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে দেশের জন্যে আলোকিত মানব সম্পদ হয়ে।

আপনার আশেপাশেই হয়তো আছে অবহেলিত বঞ্চিত কোনো শিশু। আপনি সহযোগিতার হাত বাড়ালে সে-ও হয়ে উঠতে পারে আলোকিত মানুষ।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন quantummethod.org.bd

কোয়ান্টামম ৯ সরই, লামা, বান্দরবান-৩২৭৪

ফোন : ০১৮৪৮-৩১৮৮০১, ০১৭১৪-০৯৪২৭১

info@quantummethod.org.bd



quantummethod.org.bd